বণিকবার্তা সোমবার, জুন ৩০, ২০২৫ ■ আষাঢ় ১৬, ১৪৩২

NORTH SOUTH UNIVERSITY LIBRARY ★ 1992

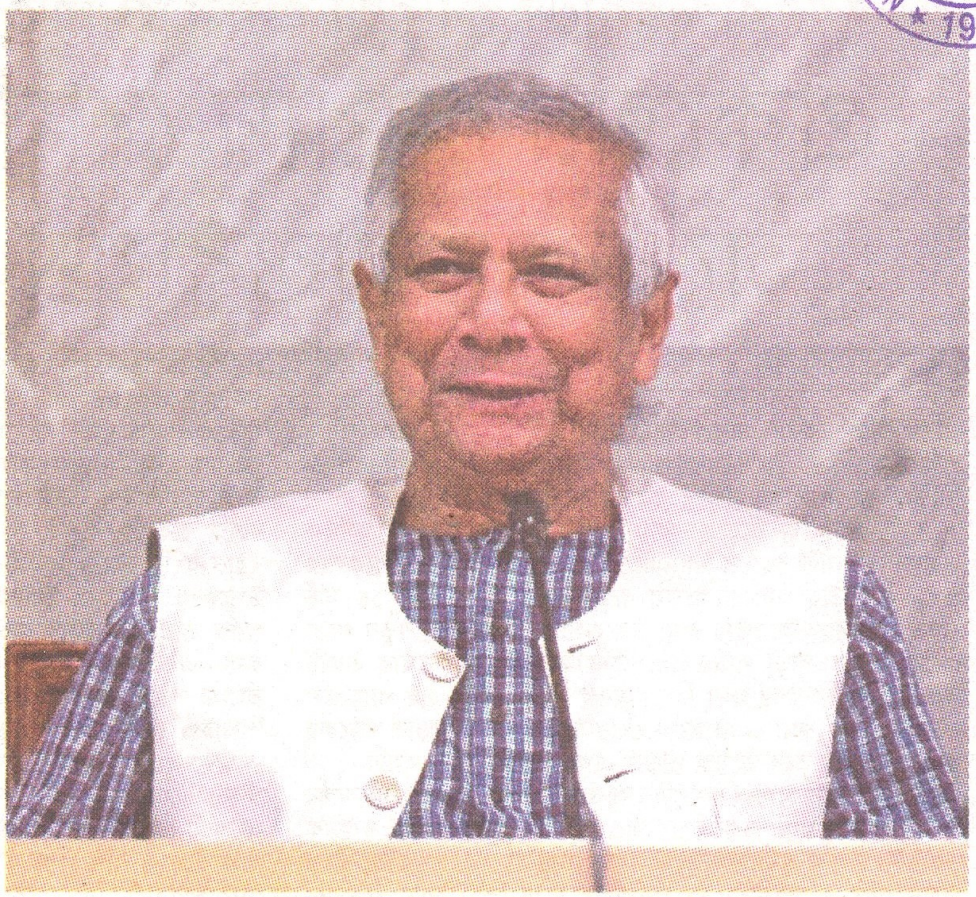

প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস ছবি : পিআইডি

এনএসইউর সংলাপে ভিডিও বার্তায় প্রধান উপদেষ্টা

সোশ্যাল বিজনেস সামাজিক আন্দোলনে পরিণত হয়েছে

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, সোশ্যাল বিজনেস এখন আর ধারণায় সীমাবদ্ধ নয়, এটি সামাজিক আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও একাডেমিয়ানরা বিশ্ব পরিবর্তনে আগ্রহী। অর্থনীতিতে একটি টেকসই পরিবেশ তৈরি করতে মানুষ কাজ পরিবর্তনকে প্রাধান্য দিচ্ছে। সোশ্যাল বিজনেস এমন একটি ফ্রেমওয়ার্ক যেটি জীবনের সত্যিকার একটি সমাধান দেয়। আজকের সোশ্যাল বিজনেস একাডেমিয়া সংলাপ তরুণ, উদ্যোক্তা, শিক্ষার্থী, একাডেমিয়ান ও শিল্পে জড়িতদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি (এনএসইউ) মিলনায়তনে গতকাল দিনব্যাপী সোশ্যাল বিজনেস একাডেমিয়া সংলাপ ও থ্রি জিরো ক্লাব কনভেনশনে এক ভিডিও বার্তায় প্রধান উপদেষ্টা এ কথা বলেন। এনএসইউর উপাচার্য অধ্যাপক আব্দুল হান্নানের সভাপতিত্বে এতে দেশী-বিদেশী শিক্ষাবিদ, অর্থনীবিদ, গবেষক, ব্যবসায়ী ও শিক্ষার্থীরা অংশ নেন। সংলাপের উদ্বোধনীতে ইউনিভার্সিটিতে সোশ্যাল বিজনেস সেন্টার, সোশ্যাল ইমপ্যাক্ট অ্যান্ড সাসটেইনেবিলিটি সেন্টার ও ক্লাইমেট অ্যান্ড ডিজাস্টার রেজিলিয়েন্স সেন্টার উদ্বোধন করা হয়।

থ্রি জিরো তত্ত্বের মাধ্যমে একটি বৈষম্যহীন সমাজ গড়ে তুলতে চান জানিয়ে মুহাম্মদ ইউনূস বলেন, 'আমরা থ্রি জিরোর একটি লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি। থ্রি জিরো হলো শূন্য দারিদ্র্য, শূন্য বেকারত্ব ও শূন্য কার্বন নিঃসরণ। এর মাধ্যমে আমরা সবার জন্য বাসযোগ্য ও বৈষম্যহীন পৃথিবী গড়ে তুলতে চাই।'

প্রধান অতিথির বক্তব্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ উপদেষ্টা নূরজাহান বেগম বলেন, 'টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য আমাদেরকে থ্রি জিরো লক্ষ্য পূরণের দিকে মনোযোগ দিতে হবে। মুনাফা ও ব্যক্তিগত স্বার্থের বাইরে এসে আমাদেরকে সামাজিক প্রভাব, পরিবেশগত টেকসইতা এবং জনগণের কল্যাণের দিকটি দেখতে হবে। পাশাপাশি স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করাও আমাদের উন্নয়ন কৌশলের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হওয়া উচিত।'

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সমাজকল্যাণ উপদেষ্টা শারমিন সোনিয়া মুর্শিদ, নিয়ামী গঞ্জাভি ইন্টারন্যাশনাল সেন্টারের কো-চেয়ার ও বিশ্বব্যাংকের সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট ড. ইসমাইল সেরাগেলদিন, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) বিষয়ক প্রধান সমন্বয়ক লামিয়া মোরশেদ, নরওয়ের পরিবেশ ও জলবায়ু বিষয়ক সাবেক মন্ত্রী এরিক সোলহেইম এবং নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির বোর্ড অব ট্রাস্টিজ ও সিটি ব্যাংক পিএলসির চেয়ারম্যান আজিজ আল কায়সার।

অন্তর্বর্তী সরকারের সমাজকল্যাণ উপদেষ্টা শারমিন মুর্শিদ বলেন, সোশ্যাল বিজনেস লোভের ওপর নয়, বরং সহমর্মিতা, সহযোগিতার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। এটি দারিদ্র্যপীড়িত মানুষের কাছ থেকে কেবল নেয়ার কথা বলে না, বরং কীভাবে তাদের উন্নয়নে সহায়তা করা যায়, সেটাই ভাবে। থ্রি জিরোর স্বপ্ন কোনো কল্পনা নয়, বরং সম্মিলিত মর্যাদা, অর্থবহ কর্মসংস্থান এবং একটি সুস্থ পৃথিবীর বাস্তব পথে যাত্রা।

নরওয়ের পরিবেশ ও জলবায়ু বিষয়ক সাবেক মন্ত্রী এরিক সোলহেইম বলেন, 'মানব ইতিহাসে প্রথমবারের মতো আমরা এমন অবস্থানে পৌঁছেছি যেখানে অর্থনীতি ও পরিবেশের মধ্যে কোনো সংঘাত নেই। একটি আরেকটির সহযোগী হিসেবে কাজ করছে। বিশ্ব এগিয়ে নিতে উভয়কেই নিয়ে একসঙ্গে কাজ সম্ভব। সেটির জন্য ধারণা হতে পারে সোশ্যাল বিজনেস। আর সেখানে পরিবেশ ও অর্থনীতির মধ্যে ভারসাম্য তৈরি করে নেতৃত্ব সক্ষমতা রাখে বাংলাদেশ।'

আগামী বিশ্বে অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় থ্রি জিরো তত্ত্ব প্রাসঙ্গিক বলে মনে করেন এনএসইউর বোর্ড অব ট্রাস্টিজ আজিজ আল কায়সার। তিনি বলেন, বিশ্ব আজ যেসব চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি, তার জন্য প্রয়োজন সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী সমাধান। তাই সোশ্যাল বিজনেস ও থ্রি জিরোর ধারণা আজকের দিনে অনেকভাবে প্রাসঙ্গিক। আগামীর ব্যবসা, অর্থনীতির চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা সহজ হবে।

দিনব্যাপী সংলাপে একাডেমির সঙ্গে সোশ্যাল বিজনেসের একীভূত করা, গ্রামীণ উত্তরাধিকার একটি আন্দোলনের প্রতিফলন, ইএসজি ওয়ার্কশপসহ মোট ১৩টি সেশন অনুষ্ঠিত হয়। এসব সেশনে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান এএমএ ফয়েজ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মোহাম্মদ কামরুল আহসান, আইইউবিএটির উপাচার্য অধ্যাপক আব্দুর রব, মালয়েশিয়ার আলবুখারি ফাউন্ডেশনের ট্রাস্টি শরিফা সোফিয়াসহ দেশী-বিদেশী বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, অর্থনীতিবিদ, গবেষক ও কূটনীতিকরা অংশ নেন।

এরপর ›› পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৬